ব্যর্থতা নয়, সন্তোষে সাফল্যই প্রাপ্তি বাংলার ফুটবলারদের

সন্তোষ ফাইনালে উঠেও শেষমেষ হার। একঝাঁক নতুন প্রতিভাদের নিয়ে বাংলার রানার্স হওয়াটা সাফল্য না ব্যর্থতা, সেই গুরুগম্ভীর আলোচনাকেই উসকে দিলেন অঞ্জন চক্রবর্তী

ইতিহাস বরাবরই দাম দেয় সেরাদের। দ্বিতীয় স্থানে থাকলে বা রানার্স হলে, শুধু থেকে যেতে হয় রেকর্ডবুকেই। সহ্য করতে হয় অনেক সমালোচনাও। সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলা দল ব্যর্থ হওয়াতে অনেক প্রাক্তনীর আক্রমণ আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। অনেকের মতে, বাংলায় ফুটবল প্রতিভার নাকি অভাব রয়েছে। তবে ব্যর্থতার বিশ্লেষণ ও বিগত সাফল্যের কারণ নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে বসলে উঠে আসবে ভাবিয়ে তোলার মতো অনেক তথ্য-পরিসংখ্যান। বরং প্রতিভার অভাব নিয়ে, কম প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে যেভাবে বাংলাকে সেরা করে তুলতে নিজেদের সবটা দিয়ে ফুটবলাররা লড়েছেন, তাতে জিতেন মুর্মু, তীর্থঙ্কর সরকারদের জন্য গর্ব হতেই পারে বাঙালির।

সন্তোষ ট্রফির ইতিহাসে এই প্রথমবার ঘরের মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সেরা হতে ব্যর্থ হল বাংলা। ফাইনালের মঞ্চে তারা টাইব্রেকারে হারে। তুল্যমূল্য লড়াইয়ের পরে শেষমেশ চাপের কাছে হার মানেন বাংলার তরুণ ফুটবলাররা। ভাগ্যের সঙ্গ না পাওয়াটাও একটা কারণ। পাশাপাশি কলকাতার যুবভারতীতে আয়োজিত ফাইনালে কেরলের দাপট অস্বীকারের কোনও জায়গা নেই।

ব্যর্থতার কারণগুলো তুলে ধরলে অনেক ক্ষেত্রেই তা অজুহাত মনে হতে পারে। তবে অন্যভাবে দেখলে সেই কারণগুলোই আগামী দিনে প্রস্তুতির জন্য বড় শিক্ষাও। যা এড়িয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। প্রথমেই নজর দেওয়া যাক দেশের ফুটবলের সর্বময় সংস্থা এআইএফএফ-র হঠকারিতার দিকে। আই লিগের নথিভুক্ত খেলোয়াড়রা সন্তোষে খেলতে পারেন না। ২০১৩ সাল থেকে সন্তোষে এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে। ফলে দুটো প্রতিযোগিতা একসঙ্গে আয়োজন করা নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেটা না করে তাঁরা দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগের মাঝে সন্তোষের খেলা ফেললেন। দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে খেলা বেশ কিছু ফুটবলার সন্তোষে খেলবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বিতীয় ডিভিশন আর সন্তোষ প্রায় একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সমস্যায় ফুটবলাররা। বাংলার মূল চার ফুটবলারকে যেমন মাত্র চারদিনে ক্লাবের হয়ে দু'টো ম্যাচে খেলে এসে বাংলার হয়ে ১৪ দিনে ৬টা ম্যাচ খেলতে হয়েছে।

বাংলার কোচ রঞ্জন চৌধুরির পরিকল্পনায় থাকা প্রথম একাদশের ৫ ফুটবলার ক্লাবের হয়ে খেলে বাংলার দলে যোগ দিলেন ম্যাচের আগের দিন। তারপর সোজা মূলপর্বের প্রথম ম্যাচে একসঙ্গে নামা। অনুশীলন, বোঝাপড়া---সে সবের সময়ই পায়নি জিতেনরা। এ ছাড়াও মূলপর্বে ফের টিম কম্বিনেশন তৈরি করা। রেল সন্তোষে না খেলায় প্রাথমিক পর্বে রেলের চাকরিজীবী ফুটবলারদের দলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সন্তোষের মাঝেই আন্তঃরেল প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ায় তাদের ছেড়ে দিতে হয়। মূলপর্বে তাই নতুন করে টিম সাজাতে হয়েছিল বাংলাকে।

এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, ২০১৩-য় সন্তোষে আই লিগের ফুটবলারদের না খেলার নিয়ম চালুর পর থেকে বাংলা সন্তোষ জিতেছে মাত্র ১ বার। গতবার বাংলার বেশ কিছু ফুটবলার ভালো ফুটবল খেললেও ফাইনালে গোল করে জিতিয়েছিলেন পাঞ্জাবের মনবীর সিং। মনবীর তখন মহমেডানে খেলছিলেন মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণে। পাঞ্জাব তনয়ের প্রসঙ্গ সামনে আনা, সন্তোষে ভূমিপুত্রদের নিয়মে আলো ফেলতে। ২০০০-২০০১ থেকে সন্তোষে চালু হয় ভূমিপুত্রদের নিয়ম। যে ফুটবলারের জন্ম যে রাজ্যে, সন্তোষে খেলার ব্যাপারে তার রাজ্যই প্রাধান্য পাবে। তবে রাজ্য দলে ডাক না পেলে অন্য দলের হয়ে খেলতে বাধা নেই। অতীতে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডানে দেশের সেরা ফুটবলাররা খেলতেন। সন্তোষেও বাংলার জার্সিতে তাদের দেখা যেত। দেশের তারকা ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত সেই দল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেরা হত। এখন সেই সুযোগটা অনেকটা কমে গিয়েছে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে আই লিগে খেললেও সন্তোষে খেলার জায়গা নেই। যার ফলে কলকাতার দুই বড়ো প্রধানের থেকেও সুযোগ না পাওয়া বা আই লিগে নথিভুক্ত না হওয়া ফুটবলাররাই ভরসা।

সন্তোষ আপাতত ফুটবলারদের কাছে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মঞ্চ। অনেকের কাছে প্রত্যাবর্তনেরও। কার্যত প্রস্তুতি ছাড়া যে ভাবে বাংলার জার্সিতে ফুটবলাররা নিজেদের মেলে ধরেছেন, তাতে বরং খুশিই হওয়া উচিত ফুটবলপ্রেমীদের। তীর্থঙ্কর সরকারের মোহনবাগান দলে প্রত্যাবর্তন বা বিদ্যাসাগর সিংয়ের ইস্টবেঙ্গলে পাত্তা পাওয়া, সন্তোষ ট্রফি এখনও আগামীর সম্ভাবনাকে সামনে আনার উজ্জ্বল এক মঞ্চ।

ইন্দার ম্যাজিক

সন্তোষ ট্রফিতে সর্বাধিক ৪৫টি গোল করেছেন পাঞ্জাবের ইন্দার সিং। সন্তোষ ট্রফির একটি আসরে সবচেয়ে বেশি গোলের নজিরও ইন্দার সিংয়ের। ১৯৭৩-৭৪ মরশুমে পাঞ্জাবের হয়ে ২৩টি গোল করেন। সন্তোষ ট্রফির একটি ম্যাচে সর্বাধিক সাতটি গোল করার রেকর্ডও যৌথভাবে বাংলার এন পাগসালের সঙ্গে রয়েছে ইন্দার সিংয়ের দখলে। গুজরাটের বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। পাগসালে রাজপুতানার বিরুদ্ধে সাত-সাতটি গোল করেছিলেন।

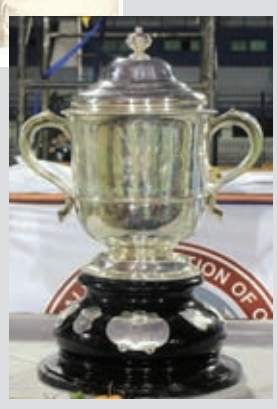

সেরা বাংলা

১৯৪১ সালে সন্তোষ ট্রফি শুরু হয় স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরির উদ্যোগে। ডুরান্ড, রোভার্স, শিল্ডের মতো ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট থাকলেও, তা ছিল ক্লাবস্তরের। প্রথমবার রাজ্যস্তরে কোনও প্রতিযোগিতা দিনের আলো দেখে সন্তোষ ট্রফির মাধ্যমে। দিল্লিকে ৫-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলা। এরপর আরও ৩১বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা পাঞ্জাব সন্তোষ ট্রফি জিতেছে ৮বার। কেরল ৬বার এবং গোয়া, সার্ভিসেস ৫বার করে খেতাব জিতেছে। আটবার ফাইনালে উঠে মাত্র একবার চ্যাম্পিয়ন হয় বোম্বে।

স্মৃতির পাতায়

মহীশূর, হায়দরাবাদ, বোম্বের মতো দলগুলি একসময় সন্তোষ ট্রফিতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। বাংলার একাধিপত্যের মধ্যেও ছাপ রেখেছিল দলগুলি। ভারতীয় ফুটবলের বহু দিক্‌পাল ফুটবলার উপহার দিয়েছে এই দলগুলি। আপাতত কালের গর্ভে মহীশূর, হায়দরাবাদ। বর্তমানে মহীশূরের বদলে কর্ণাটক এবং হায়দরাবাদের জায়গায় অন্ধ্রপ্রদেশ সন্তোষ ট্রফিতে অংশগ্রহণ নেয়।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অনধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ে লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান--
'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেলঃ kheltekhelteubs@gmail.com